Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : VI Issue : IX,15th,Dec, 2018 অগ্রহায়ণ, ১৪২৫,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

আমাদের বিনম্র
শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিপ্লবী যতীন্দ্র নাথ মুখার্জী
জন্ম ঃ- ৮ ডিসেম্বর, ১৮৭৯
মৃত্যু - ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫

"বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবসে" বক্তব্য রাখছেন শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ
শুভেচ্ছা

বেথুন ইন্সটিটিউট অফ্ জেরিয়াট্রিক্স রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার জনকল্যাণ মূলক কাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত। নানা ধরণের সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে উক্ত সংস্থাটির কর্মীবৃন্দ দেখভাল করেন। শিবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠানটি মানবতার বাণী শুধু প্রচার নয়, প্রয়োগ করে চলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীই ছিল - সেবা হবে ঈশ্বরধ্যানের জন্য। সর্বহারাদের মাঝেই নারায়ণের আশ্রয় আছে জেনে সেবা — এই আদর্শ যেন প্রতিষ্ঠানটিকে সুরক্ষা দেয়। অভিনব এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকবৃন্দ এই বিষয়ে যথাযথ ধ্যান দেবেন — এই প্রার্থনা করি। কোন প্রত্যাশা না রেখে সেবা করলেই জীবনে ভগবানের বিভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ হয় - একথার সম্যক্ অনুভব হোক সেবাযজ্ঞের অনুশীলকদের — এই আন্তরিক প্রাথনা জানাই শ্রীশ্রীমায়ের কাছে। সেবা তো মায়েরই কাজ। মায়ের ছেলে — মেয়েদের সেবা করলে মা খুশি হোন। এ ভাবটিও গোপনে পোষণ করবেন সবাই। সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। জয় মা।

(স্বামী সুপর্ণানন্দ)

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ (বাঘা-যতীন) স্মরণে
অশোক রঞ্জন ধর

যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী ১৮৭৯ সালের ৮ই ডিসেম্বর নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার কয়া নামক গ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশে) জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম উমেশ চন্দ্র মুখার্জী এবং মাতা শরৎশশী। যতীন

Scanned by CamScanner

তার ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁদের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান ঝিনাইদহের সাধুহাটির রিশখালিতে ছিলেন। এই সময় তাঁর পিতৃবিয়োগে মাতা শরৎশশী পুত্র কন্যাদের নিয়ে পিত্রালয়ে চলে যান। একবার (১৯০৬) কয়া গ্রামের আশে-পাশে একটি চিতাবাঘের খবর পেয়ে তিনি তার খোঁজে জঙ্গলে গেলে হঠাৎই একটি বাঘের (রয়াল বেঙ্গল টাইগার) সামনে পড়ে যায় তাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে একটি খুপরীর আঘাতে হত্যা করেন। এরপর থেকেই তিনি 'বাঘাযতীন' নামে পরিচিত হন। কলকাতার বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক লেঃ কর্ণেল সুরেশ সর্বাধিকারী মারাত্মকভাবে জখম হয়ে যাওয়া ক্ষতের চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। বঙ্গদেশ সরকার বাঘ হত্যার দৃশ্য খোদিত একটি রৌপ্য পদক তাঁকে উপহার দেন।

১৮৯৫ সালে এন্ট্রান্স্ পাশ করে কলকাতা সেন্ট্রাল কলেজে (বর্তমান ক্ষুদিরাম বোস কলেজ) ভর্তি হন। সেই সঙ্গে মিষ্টার অ্যাটকিনসন এর নিকট শর্টহ্যান্ড, টাইপ শিখতে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর সঙ্গে এবং ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। স্বামীজী নিজে যেখানে কুস্তি শিখতেন সেই অম্বু গুহের ব্যায়ামাগারে যতীনকে পাঠান সেখানে তার সঙ্গে যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পুত্র শচীন ব্যানার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

১৯০০ সালে কুষ্টিয়ার কুমারখালির ইন্দুবালা ব্যানার্জীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের চারটি সন্তান হয়। তাঁরা হলেন অতীন্দ্র (১৯০৩ - ১৯০৬), আশালতা (১৯০৭-১৯৭৬), তেজেন্দ্র (১৯০৯-১৯৮৯) ও ধীরেন্দ্র (১৯১৩-১৯৯১)। প্রথম সন্তানের মৃত্যুতে বিষন্ন যতীন্দ্র স্ত্রী ও ভগ্নীকে নিয়ে তীর্থযাত্রায় যান। তখন হরিদ্বারে সন্ন্যাসী ভোলানাথ গিরি মহারাজের সাক্ষাৎ হয়। তিনি যতীন্দ্রের বিপ্লবী কর্মধারাকে সমর্থন করে তাঁকে এগিয়ে যেতে বলেন।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে ১৯০০ সালে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠায় যতীন্দ্র নাথ অন্যতম রূপকার ছিলেন। ১৯০৬ সালে সুবোধ মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত বিপ্লবী সম্মেলনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। অরবিন্দের নির্দেশিত আন্দোলনের পথ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন।

১৯০৭ সালে চাকুরীগত কাজে তাঁকে তিন বছরের জন্য দার্জিলিং পাঠানো হয়। ১৯০৮ সালে তিনি দার্জিলিংয়ের একটি দলে নেতা হন। তাঁর সাথীদের নিয়ে "বান্ধব সমিতি" নামে অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপন করেন। ঐ সময় (এপ্রিল, ১৯০৮) তিনি শিলিগুড়ি স্টেশনে একদল ইংরেজ মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ায় বিষয়টি আদালতে গড়ায়। স্টেটসম্যান সহ বিভিন্ন পত্রিকায় উহা প্রচারিত হয়। ম্যাজিস্ট্রেট যতীন্দ্রকে এই রূপ আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলায় তিনি বলেন "স্বদেশবাসী এবং নিজের সম্মান রক্ষার্থে এই প্রকার কাজে কোন সময়ই বিরত থাকতে পারবেন না।"

যতীন্দ্রনাথ যখন বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন তখন আলিপুর বোমার মামলা সমাপ্তির পথে। কর্মীরা কিছুটা বিহ্বল। কর্মীদের জড়তা ও বিহ্বলতা কাটাতে তিনি বুঝে ছিলেন সংগঠনকে জোরে নাড়া না দিলে বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ঘটবে না। ৭ই নভেম্বর, ১৯০৮ কলকাতার ওভারটুন হলে বক্তৃতারত বঙ্গভঙ্গের এক নায়ক Andrew Frazer কে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন যতীন্দ্র অনুগামী জীতেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী। বিপ্লবীদের এক কুখ্যাত শত্রু ছিল সামসুল আলম। আলিপুর বোমার মামলা পরিচালনায় তিনি ছিলেন সরকারের দক্ষিণ হস্ত। ১৯১০ সালের ২৪ জানুয়ারী হাইকোর্টের সোপানের উপর খুব কাছ থেকে বীরেন দত্তগুপ্ত হত্যা করেন সামসুল আলমকে। তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। পুলিশের ছলনায় বিভ্রান্ত হয়ে বীরেন তাঁর নেতা যতীন্দ্রনাথের নাম বলে ফেলেন। ১৯১০, ২৭শে জানুয়ারী যতীন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হন কিন্তু প্রমানাভাবে ছাড়া পেলেও আরও ৪৬ জনের সঙ্গে হাওড়া-শিবপুর ষড়যন্ত্র (হাওড়া গ্যাং কেস নামে পরিচিত) মামলায় পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ১৯১০ সালের মার্চ মাসে মামলা

Scanned by CamScanner

শুরু হয়। ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারীতে প্রমানাভাবে যতীন্দ্রনাথ সহ ৩৩জন মুক্তি পান। এই মামলার ফলে "যুগান্তরের" বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষীণ হয়ে যাওয়া যোগসূত্র জেলে একত্রে থাকার ফলে দৃঢ় হওয়ার সুযোগ হল।

যতীন্দ্রনাথের সরকারী চাকুরী চলে যায়। তিনি যশোর ঝিনাইদহ রেল লাইন পাতার কাজে কন্ট্রাকটরী ব্যাবসার কাজ নেন এবং এই সুযোগে সাইকেলে বা অশ্ব পৃষ্ঠে জেলার বিপ্লবী কেন্দ্রগুলিকে সংহত করতে চেষ্টা করেন। তিনি 'যুগান্তর'কে নতুন করে সংগঠিত করতে মনোনিবেশ করেন।

১৯১৩ সালে মেদিনীপুর এবং বর্ধমানে দামোদরের ভয়াবহ বন্যায় ত্রাণ কার্যে বিভিন্ন বিপ্লবী দলের নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে যতীন্দ্রনাথকে নেতা হিসাবে মেনে নেন। ঐ বছরের শেষের দিকে রাসবিহারী বোস ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ন্যায় সারা ভারতে সৈন্য বিদ্রোহের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সপক্ষে অনুকুল পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রথমে তারক দাস ও পরে অধর দাশ, শ্রীশ সেন ও সত্যেন সেনকে যতীন্দ্রনাথ বিদেশে পাঠান। সেপ্টেম্বর ১৯১৪তে জুরিখে জার্মানির সহযোগিতায় প্রথমে ভারতবন্ধু 'জার্মান সমিতি' পরে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স কমিটি বা বার্লিন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ভারতের বিপ্লবের কাজে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং জার্মানীর কর্ণধারদের সঙ্গে নির্দিষ্ট কর্মসূচী রেখে আলোচনা শুরু করেন। বার্লিনের নির্দেশে ওয়াশিংটনস্থ এ্যাম্বাসেডার Bernstroff তাঁর মিলিটারী এ্যাটাসে Vonpapen এর সহায়তায় ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে অস্ত্র-শস্ত্র জাহাজে দূর-প্রাচ্য হয়ে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এই সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনায় যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 'যুগান্তর' দল সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্রোহের আশঙ্কায় পুলিশের দমননীতি খুবই বেড়ে যায়। যতীন্দ্রনাথকে ধরিয়ে দেবার জন্য মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। যুগান্তরের নেতাদের অনুরোধে নেটিভ স্টেট ময়ুর ভঞ্জের কাপ্তিপদার জঙ্গলে ৪/৫ বিশ্বস্ত সঙ্গী সহ যতীন্দ্রনাথ আত্মগোপন করেন। স্থির হয় জার্মানির থেকে আসা অস্ত্র-শস্ত্র বালেশ্বরের উপকূলে নামিয়ে দেওয়া হবে। যতীন্দ্রের সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদানের জন্য কলকাতার Harry & Sons এর শাখা কার্য্যালয় Universal Emporium নামে সাইকেলের দোকান বালেশ্বরে খোলা হয়। বালেশ্বর থেকে কাপ্তিপদার দূরত্ব ৩০ মাইলের অধিক। ১৯১৫ এপ্রিলে উড়িশ্যায় পৌঁছে তাঁর সহযোগী নরেন ভট্টাচার্য্যকে (পরবর্তী কালের এম. এন. রায়) অর্থ ও সামরিক সাহায্যের জন্য জার্মান কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলতে বাটাভিয়াতে পাঠান। তিনি সেখানে জার্মান কনসালের মাধ্যমে Karl Helfferich এর ভ্রাতা Theodre এর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি জানান যে ভারতে বিদ্রোহের জন্য ইতিমধ্যে অর্থ ও অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে একটি জাহাজ পাঠান হয়েছে এবং রাস্তায় আছে। মেভারিক জাহাজ নোঙর করবে সুন্দর বনের রায়মঙ্গলে। সেখান থেকে তিন জায়গায় নোয়াখালির দক্ষিণে হাতিয়া সন্দীপ, বালেশ্বর ও কলকাতায় সেগুলি চলে যাবে। কিন্তু বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতায় ও মূলত চেকোস্লোভাকিয়ার বিপ্লবীদের (যারা ছিল জার্মানির বিরোধী) বিশ্বাসঘাতকতায় অস্ত্র পাঠাবার পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। ঐ সময় যতীন্দ্রনাথ তাঁর গোপন আস্তানায় বিশ্বস্ত সাথীদের নিয়ে অস্ত্রের জন্য প্রতীক্ষমান। সংবাদ পাওয়া মাত্র বৃটিশ কর্তৃপক্ষ পূর্ব উপকূলের সর্বত্র পুলিশি তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। কলকাতার Harry & Sons এর কার্য্যালয়ে তল্লাসি চালিয়ে কাপ্তিপদা গ্রামের হদিশ পায়। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট, ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি এবং সার্জেন্ট রাদার ফোর্ডের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী বালেশ্বরে উপস্থিত হয়। যতীন্দ্রনাথ তাঁর চার

Scanned by CamScanner

সহযোদ্ধা চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন দাশগুপ্ত ও যতীশ পাল ময়ূরভঞ্জের টিলা ও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে ২ দিন পরে বালেশ্বরে পৌঁছায়। গ্রামবাসীদের নিকট পুলিশ এঁদের ডাকাত বলে রটিয়ে দেয়। পলাতক পাঁচ 'ডাকাত'কে ধরতে পুরস্কার ঘোষণা করে। এতে গ্রামবাসীরা তাঁদের খাওয়া করে।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্যে জঙ্গল ও জলাভূমি পার হয়ে অবশেষে ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫ বালেশ্বরের বুড়ী বালামের তীরে চাষখণ্ড গ্রামে বৃটিশ পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রামের জন্য তৈরী হয় 'পঞ্চপান্ডব' বাঘা-যতীনের নেতৃত্বে। শুরু হয় এক অসম যুদ্ধ। একদিকে আধুনিক অস্ত্রে ও সাঁজোয়া গাড়ীতে সজ্জিত বিশাল পুলিশ বাহিনী ও সৈন্যদল অন্যদিকে পাঁচজন বিপ্লবী হাতে Mauser পিস্তল ও বুকে অদম্য সাহস। পঁচাত্তর মিনিট স্থায়ী যুদ্ধে অসীম রণনৈপুণ্য দেখায় দল নেতা যতীন্দ্রনাথ। সরকার পক্ষে হতাহতের কোন রেকর্ড নেই। আর বিপ্লবীদের মধ্যে বীরশয্যা গ্রহণ করেন চিত্তপ্রিয়। যতীন আর যতীশ গুরুতর আহত হন, মনোরঞ্জন আর নীরেন গোলা-বারুদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ধরা পড়েন। পরদিন ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ বালেশ্বর হাসপাতালে বাঘা-যতীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ২২শে নভেম্বর, ১৯১৫ ফাঁসি হয় নীরেন ও মনোরঞ্জনের। যতীশ পালের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তিনি উন্মাদ অবস্থায় বহরমপুর জেলে মারা যান ১৯২৪ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর। নিভেযায় পঞ্চ-প্রদীপের শেষ শিখাটি।

যতীন্দ্রনাথের বিপ্লবের মন্ত্র ছিল "আমরা মরব জাতি জাগবে। ঠেলায় ঠেলায় দেশ উঠবে।" তাঁর ও সহযোগীদের আত্মোৎসর্গে নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। কারাবরণ, নির্বাসন ও আত্মবলিদানের রক্তাক্ত পথে স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রসার হতে থাকে যতীন্দ্রনাথের অভীষ্ট লক্ষ্যে।

বালেশ্বরের বুড়ী বালামের তীরে ঐতিহাসিক যুদ্ধ ও আত্মোৎসর্গের কাহিনী যুগে যুগে কীর্তিত হবে স্বাধীনতা কামী ও সংগ্রামী মানুষের মধ্যে।

শিক্ষা শিক্ষক /আচার্য সমাচার

ডাঃ গৌরীপদ দত্ত

কুচিয়াকোল রাধাবল্লভ ইন্সটিটিউশান বৃহৎ বঙ্গে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত এক বরিষ্ঠ বিদ্যামন্দির। তখন আমি ভবিষ্যতে কি হতে চাই তাই নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়। এই মহৎ প্রতিষ্ঠানে যখন আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র, এখন আমি ভবিষ্যত জীবনে শিক্ষক হ'তে চাই! লিখেছিলাম, আমার শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক করুণাময় রায় প্রবন্ধটি পড়ে আমাকে ডেকে পাঠান, আমি উপস্থিত হ'লে উনি কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন - তুই কি ভেবে চিন্তে এই ইচ্ছাটি লিখেছিস? আমি বল্লাম হ্যাঁ, উনি বল্লেন জানিস কি শিক্ষক হ'লে আজীবন দারিদ্রের মধ্যেই বাস করতে হবে? এই উক্তিতে তাঁর মর্মবেদনা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইনি। সারাজীবন শিক্ষকতা করেছি। শুরুটা ছিল অন্তেবাসী ক্ষেত মজুতদের ছেলেদের নিয়ে নাইট স্কুল, পরে হাই স্কুলে পড়িয়েছি, মেডিকেল রিপ্রেসেনটেটিভ্ নার্স, ডাক্তারী ছাত্র (সব স্তরেরই) ছাত্রদের পড়িয়েছি একটু আত্ম প্রচার করা হলো। তবু দেবগুরুর আর্শিবাদে আমার অভিষ্ট সিদ্ধ হওয়ার তৃপ্তিতে অনুজদের জন্যে বিষয়টি লিখলাম। আমার ধ্যানে, তিনি জ্ঞানাঞ্জন বালকরা অজ্ঞান তিমিরান্ধছাত্রের প্রকৃত শিক্ষক। আমি পেরেছি কিনা জানিনা। তবে চেষ্টা করেছি। বলা হয়, আচার্য্যদেব ভব, এসব কথা বর্তমান ভোগ ও বাস্তব বাদী জগতে কতটা প্রযোজ্য তা বলা শক্ত। তবু আশা করতে ক্ষতি কি? তাই এই প্রবন্ধের পত্তন।

সারা জীবন শিক্ষকতা করলেও শিক্ষা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতি সীমিত। এখন এই বৃদ্ধবয়সে তথ্যনির্ভর প্রতিবেদন সম্ভব নয়। স্মৃতি নির্ভর রচনাই লিখতে হচ্ছে। মনুষ্য প্রজাতির আদিম অবস্থায় মনুষ্যেতর প্রাণীর মতই এই ভাব বিনিময়

Scanned by CamScanner

কণ্ঠ উদ্‌ভূত ধ্বনির মাধ্যমেই করা হোত, বিবর্তনের কোন স্তরে এই ধ্বনি অক্ষর ভিত্তিক শব্দে পরিমত হোল তা আজো অজানা শব্দ সৃষ্টিতে তাতে সম্ভবত সুরের প্রাধান্যই ছিল, এবং তা ছিল শ্রুতি নির্ভর। ভারত সংস্কৃতিতে বেদই প্রথম শিক্ষার প্রবর্তক। সামবেদ তো সম্পূর্ণটাই সঙ্গীত ঋদ্ধ। শব্দে অক্ষর বিন্যাসে গঠিত হলেও তা ছিল শ্রুতিতেই প্রকাশিত ও প্রচারিত। এই চিন্তনে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। অক্ষর ও ধ্বনিত ছিল বিভিন্ন রূপে এবং তা ছিল স্থান নির্ভর, যেমন সংস্কৃতে, (স) ইংরাজীতে (A) ল্যাটিনে, আলফা, বিটা মধ্যপ্রাচ্যের আলেপটে। এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভাব প্রকাশের কোন বাধ্য ছিল না। ভারত ব্যতিত অন্য ভূখণ্ডের শিক্ষা এবং শিক্ষক সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নাম মাত্র বলা যায়। বর্তমান সময়ে সব সংগঠন থেকে অবগত হওয়াতে ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহও সম্ভব নয়। অনেক ছাত্র ও বন্ধু থাকা সত্ত্বেও তাদের সাহায্য পাওয়া খুব দুর্লভ।

তাই আত্মাকে নির্ভর করতে হচ্ছে কল্প কথাতে, আর বিভিন্ন উপন্যাসের উপর। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার ভিত্তি ছিল গুরুকুল। অর্থাৎ ছাত্র গুরু গৃহে স্থিত হয়ে জীবনের যাবতীয় কর্ম যেমন কৃষি, পশু পালন ও গুরুপরিচর্যার মাধ্যমে শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। উদ্দালক ও আরুনীর উপাক্ষানে তা বর্ণিত। শিষ্য গৃহে প্রবেশ কালে গুরু ছাড়া এক পাদও অগ্রসর হতে অক্ষম ছিল। বিদ্যালাভ পূর্ণ হতো, যখন গুরুর সাহায্যে আর তার প্রয়োজন হতো না। আদর্শ গুরুর বাসনা ছিল - সারবস্ত্র জয়মণ্যিচ্ছেৎ পুত্রাত শিক্ষায় পরাজয়, এই প্রসঙ্গে শিক্ষক কতৃক ছাত্রের বিদ্যা পরীক্ষার মাহাত্ম এক কাহিনী উল্লেখযোগ্য। গৌতম বুদ্ধের বন্ধু ও চিকিৎসক ছিলেন জীবক, গুরুগৃহে তাঁর পাঠ সমাপ্তির সময়ে গুরুদেব তাকে আদেশ করেন। উষালগ্নে গৃহ হতে নির্গত হয়ে সারাদিন সমস্ত পারিপার্শিকে এমন কোন দ্রব্য বা বস্তু আহরণ করে আনতে যা ভেষজ হিসাবে ব্যবহৃত হবে না, বা করা যাবে না। জীবক সারাদিন সমস্ত অরণ্যানী এবং স্থান অনুসন্ধান করে এই রকম কোন বস্তু আহরণে অপারগ হয়ে বিপন্ন ও ক্লান্ত মুখে গুরু সান্নিদ্ধে এসে তাঁর অক্ষমতার কথা নিবেদন করে বল্লেন এই রকম কোন বস্তুর সন্ধান তিনি পাননি। তিনি ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়েছেন। গর্বিত গুরুদেব তাঁকে আলিঙ্গন করে বল্লেন তুমি ভীষক শ্রেষ্ঠ। তোমার বিদ্যালাভ সম্পন্ন হয়েছে। এই ছিল প্রাচীন ভারতের শিক্ষা প্রণালী ও শিক্ষক।

এই প্রেক্ষিতে পাশ্চাতের শিক্ষক ও শিক্ষাব্যবস্থার কিছু কথা বলা যাক। পাশ্চাত্যে গ্রীস দেশ এ বিষয়ে অগ্রগণ্য, খৃষ্ট জন্মের প্রায় সাড়ে তিনশ বৎসর পূর্বে গ্রীসে মান্য শিক্ষক ছিলেন সক্রেটিস। তাঁর যোগ্য খ্যাতিয়ান শিষ্যেরা ছিলেন প্লেটো, অ্যারিস্টটলের মতো মণীষিরা যত দূর জানা যায় তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিও ছিল বাচনিক। তার কিছুটা আক্রমণাত্মক, তিনি বলতেন আমি কিছু জানিনা। তুমি এবং তোমরাও কিছু জানো না। এই বলে তিনি আত্মগর্বী প্রকাশক এবং পান্ডিত্যগর্বীদের গর্ব চূর্ণ করতেন। এর ফলে তাঁকে বিষ পানে বাধ্য করা হয়। তাঁর ছাত্রেরা অর্থাৎ প্লেটো বা অ্যারিস্টাইলরা সমাজে সম্মানিত ছিলেন। তাঁরা লিখিত ভাবেও তাঁদের ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন যার অর্থ ঐ সময়েই গ্রীসে লিপির প্রচলন ছিল। অ্যারিস্টটলতো রাজা আলেকজান্ডারের শিক্ষক ছিলেন এমনই আর এক মহান শিক্ষক ছিলেন গ্যালেলিও, তাঁর গবেষণা প্রসূত তথ্য পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণমান তৎকালীন যাজক ও শাসকদের ধারণা যে সূর্যই পৃথিবী চারদিকে ঘুরছে, যা দৃশ্যমান এই বিরুদ্ধ মত প্রচারের হেতু গ্যালিলিওর মৃত্যুদন্ড হয়। তবু তিনি বলেন But still the earth is moving around the Sun ভারতবর্ষে অবশ্য ঋষিরা জানতেন, চলা পৃথি স্থিরা ভাতি। শিক্ষক বা আচার্য্যদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্মানের ছিল। ঐতিহাসিক যুগের উষালগ্নের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বিষ্ণুগুপ্ত ছিলেন সব জন মান্য। বিষ্ণুগুপ্তের লিখিত পঞ্চতন্ত্র তৎকালের সমাজ জীবনের দিশারীই ছিল। তাঁর অপরনাম চানক্য বা কৌটিল্য যিনি রাজা চন্দ্রগুপ্তের গুরু এবং পথ নির্দেশ দান করেছিলেন। তাঁর জানা ছিল বিদ্যাতঞ্চ নৃপত্যঞ্চনৈব তুলং কদাচল স্বদেশে পূজ্যতে

Scanned by CamScanner

রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে, এই সঙ্গে তৎকালীন শিক্ষকেরা মানুষের জন্যও বিধান দিতেন। আবার যা দুবৃত্তদের অপকর্ম সম্বন্ধেও সকলকে সাবধান করতেন কিমসৌন ভয়ঙ্কর।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমার পূজনীয় শিক্ষকের খেদোক্তির কথা মনে এলেও তাঁরা কত পারিশ্রমিক পেতেন তা জানিনা। কিন্তু ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে দুজন শিক্ষক ছাড়া সকলেই ছিলেন আবাসিক, ছাত্র সংখ্যা ছিল দুই শতাধিক। শিক্ষক সান্নিধ্য ছিল অবারিত। তার জন্যে এক কপর্দকও দিতে হোত না। আমাদের গ্রামে এই ইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের বেতন ২৫ টাকা প্রধান পন্ডিত ১৫্ অ্যাসিস্টেন্ট হেড মাষ্টার ৮্ টাকা, বাকি দুজন শিক্ষক পেতেন ৫্ আর ৩্, টাকা। সে সময়ে ৮০ শতাংশ মানুষ ছিল দারিদ্র সীমার নীচে। তার মানে তাঁরা দুবেলা পেটভরে খেতে পেত না।

শিক্ষকরা অন্য পেশা, যেমন কৃষিকার্য দোকানদারি ইত্যাদি কাজও করতেন। আমাদের স্কুলের প্রবাদ প্রতীম প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণদাস সালুই মশায় শিক্ষক থাকার সময়ে নিজে চাষ করতেন এবং গর্বের সঙ্গে সে কথা বলেতন।

এত অনুপপত্তি থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ শাসনের পূর্ববর্তী সময়ে বঙ্গদেশের তথা ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত মানের ছিল, তার বিবরণ মান্যবৃটিশ আধিকারিক যেমন পেন্তার গাস্ট ((১৮২১) মনরো ১৮২২ (মাত্রাজ প্রেসিডেন্সি), এল ফিন্‌স্টোন ১৮২৩ (বোম্বাই প্রেসিডেন্সি) এবং অ্যাডমসের (১৮৩৫) তিনশটি প্রতিবেদনে আছে। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিপরীত মুখী হয়।

সেকালের সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে ব্রিটিশ পদলেহী আগ্রাসী ভূমিকায় তার বক্তব্য ছিল ভারতে ইংরাজি শাসন কায়েম করতে হলে ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংসকরে বৃটিশ পদলেহী এক শিক্ষিত সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে হবে। তিনি তা করতে পেয়েছিলেনও, আমাদের শিক্ষাসংস্কৃতিরই সেই নীতিরই বিষময় ফল —

ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিনিয়র সিটিজেন্স ফোরামের পঞ্চম দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট ঃ-

রিপোর্টার - শ্রী নারায়ণ ঘোষ

২রা নভেম্বর ২০১৮ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় আগত বিভিন্নপ্রান্ত থেকে সকল প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে দ্বি-বার্ষিক রাজ্য-সম্মেলনের পতাকা উত্তোলন করেন শ্রী বনবিহারী দত্ত মহাশয়।

পরবর্তীতে মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথি ও নেতৃবৃন্দ শ্রী বনবিহারী দত্ত, চঞ্চল শিকদার, শ্রীমতি হৈমন্তী দাশগুপ্ত, শ্রী চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রী পেলব মুখার্জী, শ্রী প্রদ্যোত সেনগুপ্ত ও শ্রী সুনীল পাল সকলকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। ফোরামের সদস্যবৃন্দই সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

সিনিয়র সিটিজেন্স ফোরামের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রী বনবিহারী দত্ত এবং সম্পাদক শ্রী চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী, কঠোর পরিশ্রমে ফোরামকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা করেছেন। অর্ভ্যথনা কমিটির সভাপতির স্বাগত ভাষণে সভামঞ্চে উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, ফোরামের নেতৃবৃন্দ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধিগণকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানন। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য বয়সের সীমাবদ্ধতাকে অগ্রাহ্য করে যারা এসেছেন, বিশেষতঃ সুদূর দক্ষিণবঙ্গ থেকে উপস্থিত প্রতিনিধিদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা অভিনন্দনীয়।

ফোরামের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য হল বাংলায় প্রবীণদের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা ও সমস্যা সমাধানকল্পে আগামী দুবছরের কার্যক্রম নির্ধারণ, সংগঠনের প্রসার এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করতে

Scanned by CamScanner

সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ। উল্লেখ্য যাদের সারা জীবনের শ্রম কর্মতৎপরতা, অভিজ্ঞতা ও প্রতিভার স্পর্শে মানব প্রজাতির জীবন থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিসমৃদ্ধ বিলাসবহুল সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণ তাদের সকলের অবস্থা সারা বিশ্বেই ভালো নেই। ভারতবর্ষ তো বটেই খাদ্য, স্বাস্থ্য, আবাসন, বার্ধক্যভাতা, বিধবাভাতা ইত্যাদি প্রকল্পে সরকারী বরাদ্দ আছে। আমলাতন্ত্রের আর্থিক অসাধুতায়, সাহায্যে সঠিক প্রাপকরা বঞ্চিত। বিগত ৭০ বছরের মূল্যবোধের অভাব, অর্থনৈতিক অসাধুতা ভারতবর্ষের বিত্তশালীদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত হয়েছে।

আলিপুরদুয়ারের চারটি সংগঠন এই সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। সম্মেলনে ১১টি জেলার ২১টি সংগঠন অংশগ্রহণ করেছিল।

২১টি সংগঠনকে তাদের নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করার জন্য ৫-৬ মিনিট সময় বরাদ্দ করা হয়েছিল। প্রায় সবকটি সংগঠন তাদের নিজ নিজ কার্যক্রম আলোচনা করে। দুঃস্থ শিশুদের চিকিৎসা ও পড়াশোনা, বৃদ্ধাশ্রম, স্বাস্থ্যশিবির, চক্ষুপরীক্ষা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিকস্ রিসার্চ এন্ড সেন্টার-এর সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী মঞ্চে উপবিষ্ট সকল প্রতিনিধিবৃন্দ ও নেতৃবৃন্দকে নমস্কার ও অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। বিগত সম্মেলনে আমন্ত্রণ না করার জন্য ক্ষোভের কথা উল্লেখ করেন। বেথুনের বিভিন্ন কর্মকান্ড বিনামূল্যে চিকিৎসা, স্বাস্থ্যপরীক্ষা, চক্ষুপরীক্ষা, ছানি অপারেশন এবং মাসিক বুলেটিন প্রবীণবার্তা প্রকাশিত হয়। প্রবীণবার্তায় প্রবীণদের নানাবিধ সমস্যা সমাধান এবং বেথুনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান কার্যকলাপ নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। বেথুনের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রবীণবার্তা কোনদিন অপ্রকাশিত হয়নি এবং এটির প্রকাশনার দায়িত্বে শ্রী অশোকরঞ্জন ধর ও শ্রী স্নেহাংশু চাকদার।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রবীণনীতি ঘোষণা করলেও রাজ্যসরকার অদ্যাবধি কোনো নীতি নির্ধারণ করেননি। শ্রী অশোক ধর মহাশয় জানিয়েছেন যে রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তর প্রবীণনীতি প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট অভিমত জানিয়ে সাধারণের মতামত জানানোর আহ্বান জানালেও কোন অগ্রগতি হয়নি।

শ্রী বনবিহারী বাবু ও চিত্ত বাবুরপ্রতি প্রচুর ক্ষোভ ছিল। কিন্তু তাদের ফোরামকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা অত্যন্ত সময়োপযোগী। সকল সদস্য /সদস্যাদের সহিত নিয়মিত যোগাযোগের অভাব প্রচন্ড। তা কাটাতে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে বলেন।

বর্তমান সভাপতি ও সম্পাদক বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে ফোরাম থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন। সুতরাং সম্মেলনের কর্মসূচীতে কিছু ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে আগামীদিনের কর্মসূচী রূপায়িত করতে হবে।

সম্মেলনে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ৫০০/-টাকা জমা দেওয়া হয়।

সম্মেলনে ফোরামের মুখপত্র চালু করা সম্পর্কে সভাপতি শ্রী বনবিহারী দত্ত মহাশয় একটি প্রস্তাব রাখেন। তিনি বলেন প্রবীণসংহতি মাসিক প্রকাশিত করায় অসুবিধে দেখা দেওয়ায় তা বন্ধ হয়ে আছে। তিনি পুনরায় প্রবীণসংহতি চালু করার জন্য মাসিকের বদলে ষান্মাসিক প্রকাশিত করার জন্য বিবেচনা করতে বলেন।

সম্মেলন থেকে আগামী দিনের জন্য একটি শক্তিশালী কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় এবং একটি উপদেষ্টা মন্ডলী গঠিত হয়। কার্যকরী কমিটিতে শ্রী গৌতম রায়চৌধুরী ও শ্রী স্নেহাংশু চাকদার এর নাম সভাপতি প্রস্তাব করেন ও তা গৃহীত হয়। সভাপতি শ্রী বনবিহারী দত্ত মহাশয় বেথুনের সভাপতি মহাশয়কে উপদেষ্টা মন্ডলীতে থাকার প্রস্তাব দেন তাও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

Scanned by CamScanner

—ঃঃ শোক সংবাদ ঃঃ—

প্রয়াতা নীলিমা ধর

আমাদের সহ সভাপতি শ্রী অশোক রঞ্জন ধর এর পত্নী এই সংস্থার সদস্যা ছিলেন নীলিমা ধর

গত ২১শে নভেম্বর ২০১৮ প্রয়াত হয়েছেন। তার মৃত্যুতে গভীর শোক ও মর্মবেদনা অনুভব করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

প্রয়াতা পুষ্পা দত্ত

আমাদের সংস্থার সদস্যা পুষ্পা দত্ত গত ২৪শে নভেম্বর, ২০১৮ প্রয়াত হয়েছেন। তার মৃত্যুতে আমরা গভীর শোকাহত, এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

—ঃ সম্পাদকীয় ঃ—

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ, আশা করি সবাই পরিবার পরিজন সহ কুশলে আছেন। শীত গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। শিশু ও প্রবীণরা এই সময়ে অতি সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। অতি সাবধানে থাকবেন। প্রয়োজনে সংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবার সাহায্য অবশ্যই নেবেন।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বোধ হয় জেনেছেন যে ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড় ব্লকের পূর্নাপণি গ্রাম সংসদের জঙ্গলখাস গ্রামে ১৫দিনের মধ্যে শবর সম্প্রদায়ের ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর কারণ অবশ্যই রোগ- ভোগ, আর্থিক দুরবস্থা এবং প্রশাসনিক উদাসীনতা। লোধা-শবর জনজাতিদের জন্য নানা প্রকল্প থাকলেও তাদের অভ্যাস পরিবর্তনে সরকারী প্রচেষ্টার খুবই অভাব।

রাজ্যে আবার বিষমদের হানায় মৃত ১০। স্থান শান্তিপুর। সরকার মৃতদের জন্য পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করেছেন। সংবাদে প্রকাশ, গত পুজোয় উৎসবের মাসে রাজ্য আবগারী বিভাগ মদিরা বিক্রয় থেকে রেকর্ড পরিমাণ রাজস্ব আদায় করেছে।

রাজ্যের যত্রতত্র সরকারী লাইসেন্স প্রাপ্ত সুরা বিক্রয়কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। কাজেই বিষ মদে মৃত্যু বন্ধ করতে হলে রাজ্যে সর্বপ্রকার মদ বিক্রয় নিষিদ্ধ করতে হবে। মেলা-মেশা উৎসবের রাজ্যে এটা সম্ভব কী?

সবাই ভালো থাকুন

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in

Scanned by CamScanner